প্রথম আলো

তারিখ ... 10 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই বিনামূল্যে বই পাবে

মাধ্যমিকের প্রায় ১১ কোটি বই ছাপতে কাগজ সংগ্রহে দরপত্র আহ্বান। খরচ হবে ৩০০ কোটি টাকা

শরিফুজ্জামান ●

প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মূলধারার সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রায় ২০ কোটি বই ছেপে বিনামূল্যে সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এত দিন পর্যন্ত সরকার দাতাদের সহযোগিতায় প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যে বই দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি—এই তিন শাখার বইও বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার মাধ্যমিক স্তরে নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এক শ্রেণীর প্রকাশক ও মুদ্রাকর সময়মতো বই না ছেপে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংকট তৈরি করে আসছেন। এ থেকে পরিত্রাণসহ দেশের সিংহভাগ দরিদ্র শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে বই দিতে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সারা দেশে সব শিক্ষার্থীকে বই দেওয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছি। তিন মাস ধরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় এ বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।' জনগুরুত্বপূর্ণ এ উদ্যোগের ফলে মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ করে নবম শ্রেণীর পর শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমবে এবং ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে দরিদ্র অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়বে বলে মনে করেন তিনি।

জানা যায়, মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে এনসিটিবি ইতিমধ্যে কাগজ সংগ্রহের আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে। এই স্তরে বিনামূল্যে প্রায় ১১ কোটি বই দিতে মোট খরচ হবে ৩০০ কোটি টাকা। এই টাকা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) মোয়েজ্জেদ্দীন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেছেন, অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়ার পর বিনামূল্যে বই দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দীন বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যে বই ছাপতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দিকনির্দেশনা পাওয়া এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

প্রাথমিকে পুরোনো বই থাকছে না

বিশেষ প্রতিনিধি ●

দাতা সংস্থার অর্থায়নে সরকার দেশের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দিয়ে আসছে। দাতাদের শর্ত অনুযায়ী এত দিন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অর্ধেক পুরোনো এবং অর্ধেক নতুন বই দেওয়া হতো। এতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য ও বিভাজন তৈরি হতো।

এ অবস্থা নিরসনে এ বছর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে নতুন বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর আগে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সবাই বিনামূল্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গেছে। ইতিমধ্যে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে সাড়ে ১১ হাজার মেট্রিক টন কাগজ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ৯ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বইসংকটে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নে ১৫ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আখতারুজ্জামান। শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি এবং বই ছাপার সঙ্গে জড়িত তিন সমিতির নেতারা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি ওই কমিটি বিনামূল্যে বই দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করে। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বিনামূল্যে বই দেওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করে তা বাস্তবায়নে নির্বাচিত সরকারের কাছে সুপারিশ রেখে গিয়েছিল।

জানা যায়, এ বছর মাধ্যমিক স্তরে স্মরণকালের বইসংকটের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। কিন্তু টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন ঘিরে প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ওই প্রতিবেদন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। র‍্যাব, পুলিশ, মন্ত্রণালয় ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স বইসংকটে জড়িতদের সেভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি বলে অভিযোগ ওঠে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি টাস্কফোর্স শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেও তা সেভাবে আমলে নেয়নি মন্ত্রণালয়। এরপর মন্ত্রণালয় নতুনভাবে জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে।

কোন স্তরে কত বই: এ বছর মাধ্যমিক স্তরের তিন শাখায় প্রায় ১১ কোটি বই ছাপা হবে। যুগ্ম সচিব মোয়েজ্জেদ্দীন আহমেদ বলেন, প্রাথমিক হিসাবের ভিত্তিতে অগ্রসর হলেও কোন স্তরে কত শিক্ষার্থী রয়েছে, তা নির্দিষ্ট করতে এনসিটিবি, ব্যানবেইস ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান জানান, মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত এ বছর বিনামূল্যে সাত কোটি ৩১ লাখ বই ছাপার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পৃথক সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় আড়াই কোটি বই ছাপা হবে। এ ছাড়া কারিগরি স্তরে ছাপা হবে প্রায় এক কোটি বই।

অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরে আট কোটি এবং প্রাথমিক সমমান ইবতেদায়ি স্তরে এক কোটি ৮০ লাখ বই ছাপা হবে।

এক কোটি বই বেসরকারি প্রকাশকদের হাতে: মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও দ্রুত পঠন এবং ইংরেজি গ্রামার ও র‍্যাপিড রিডার বিষয়ের বইগুলো এনসিটিবি ছাপবে না। এসব বইয়ের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। সূত্রমতে, এসব বই বেসরকারি প্রকাশকদের ছাপতে সুযোগ দেওয়া হবে। তারা দীর্ঘদিন ধরে এসব বই এককভাবে ছাপার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।

তবে এ ধরনের বই বাজারজাতকরণে এক শ্রেণীর প্রকাশক অসাধু উপায় অবলম্বন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে তাদের বই বিক্রির শর্তে আর্থিক লেনদেন করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

তবে এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেছেন, বেসরকারি প্রকাশকদের ব্যাকরণ ও গ্রামার বইয়ের মান ভালো। এ জন্য তাদের হাতে প্রত্যেক ক্লাসের এসব বই ছেড়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

লাভবান হবে নোট-গাইড বিক্রেতারা: শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেওয়া হলে নোট-গাইড বিক্রেতারা বিশেষভাবে লাভবান হবে। এর কারণ, বিনামূল্যে বই পেলে নোট-গাইডের প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক আরও বাড়বে। তারা আরও বলছেন, বিনামূল্যে বই দেওয়ার পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট-গাইড বন্ধের যে আইন আছে, তা কার্যকর করা উচিত। জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটিও আইনটি কার্যকরের সুপারিশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, বিনামূল্যে বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা গেলে নোট-গাইডের বিষয়টি দেখা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা সত্য যে নোট-গাইড চূড়ান্ত বিচারে শিক্ষার্থীর কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না। তার পরও শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক এটা কিনছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির নেতা এবং পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী কামরুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীর জন্য নোট-গাইড কেন প্রয়োজন, সেটি আগে খতিয়ে দেখা উচিত। শ্রেণীকক্ষ ও পাঠ্যবইয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ হলে সে আর নোট-গাইড কিনবে না।

প্রকাশকদের মত: বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি মো. আবু তাহের বলেছেন, প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত এত বই একসঙ্গে ছাপা সম্ভব হবে কি না, তা একটা প্রশ্ন। তিনি পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে বই দেওয়ার পক্ষে মত দেন।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রাব্বানী জব্বার বলেন, এ বছর প্রাথমিকে পাঁচ কোটির বদলে আট কোটি এবং মাধ্যমিকে দুই কোটি ৬৭ লাখের বদলে সাড়ে আট কোটি বই ছাপা হবে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে অন্যান্য বছরের মতো গড়িমসি না করে বিভিন্ন জটিলতা এড়িয়ে এখনই কার্যাদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

পুরোনো বই থাকছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী দায়িত্ব নেওয়ার পরই সব শিশুকে নতুন বই দেওয়ার ঘোষণা দেন এবং সরকারি পর্যায়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সময়স্বল্পতার কারণে দাতারা এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়নি।

সূত্রমতে, বর্তমান সরকার ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে সবার জন্য নতুন বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দীন বলেছেন, গত বছর প্রাথমিকের বই ছাপা হয়েছিল পাঁচ কোটি ২৭ লাখ। এ বছর সবাইকে নতুন বই দেওয়ার কারণে ছাপা হবে প্রায় আট কোটি বই। এ ছাড়া প্রাথমিক সমমান ইবতেদায়ি স্তরে এক কোটি ৮০ লাখ বই ছাপা হবে।